গবেষণায় পিছিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার ক্ষেত্রে এখনো প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ও দুই হাজারের অধিক অধিভুক্ত কলেজ থাকা সত্ত্বেও গবেষণামূলক কার্যক্রম নেই বললেই চলে। গবেষণা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। এর মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় এবং শিক্ষার মান হয় উন্নত। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা তহবিলের স্বল্পতা, পর্যাপ্ত গবেষণাগার ও আধুনিক সরঞ্জামের অভাব, এবং গবেষণা-সহায়ক পরিবেশের ঘাটতি এই খাতকে অনেকাংশে পিছিয়ে দিচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সহায়তা না পেয়ে গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে পারছেন না।

এছাড়া গবেষণার ফল প্রকাশ ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনার সুযোগ ও ধারণাও সীমীত। গবেষণাকে উৎসাহিত করতে পর্যাপ্ত অনুদান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন। ডিজিটাল লাইব্রেরি ও গবেষণা ডাটাবেসে প্রবেশাধিকার বাড়ানো হলে শিক্ষার্থীরা আরও উপকৃত হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে গবেষণা জোরদার করা গেলে দেশের সামগ্রিক জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তাই গবেষণা তহবিল বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণাবান্ধব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে এই সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিবেশ উন্নত করে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

বাপ্পাদিত্য চৌধুরী প্রবাল
মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ